ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-II, November, 2025, Page No. 356- 361
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.02W.218

মানবিক মূল্যবোধ এবং বিশ্বসংস্কৃতি রক্ষার্থে সংস্কৃত-ভাষা: একটি সমীক্ষণ

অভিজিৎ পণ্ডিত, *সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, বেলদা কলেজ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 26.11.2025; Accepted: 27.11.2025; Available online: 30.11.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Sanskrit is not only an integral part of Indian culture, but also has a profound influence on world culture. World culture refers to a collective identity that transcends national boundaries, promoting shared human values, knowledge, and experiences. Vedas, Upanishads, Puranas, Kavayas, Natakas, Epics as well as the whole Sanskrit Literature has given much importance to human values. The makers of Sanskrit literature have a clear vision about the life which is undisturbed and pious. They know how a man can make his life happy by following human values. Life without human values is meaningless and sinful. That is why the Sanskrit writers have filled their works with human values like truth, charity, service to humanity, self-control, patriotism [Respect towards mother and mother land], respect forwards elderly people, God-fearing nature etc. A lifestyle based on human values makes the society peaceful and corruption-free. Without human values world peace unimaginable. Only the practice of human values can protect humanity from this horror. Without moral values, universal brotherhood, humanism, equality, world peace etc. are unthinkable. The development of a healthy culture in society is possible only through the implementation of the human values described in Sanskrit literature. Today, humanity is terrified by the possibility of world war. Only the practice of human values, which are the root of Indian culture, which originated in Sanskrit, can save humanity from this horror.

Keywords: Sanskrit, Human Values, Culture, Degradation, Morality, Civilization.

'বেদ' কেবলমাত্র সংস্কৃত সাহিত্যেই নয়, বিশ্ব সাহিত্যের ক্ষেত্রেও প্রথম উপলব্ধ গ্রন্থ। 'বেদ' থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত সমগ্র ভারতীয় চিন্তাধারা সংস্কৃত সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে। মানবিক মূল্যবোধের নৈতিক প্রকাশের মাধ্যমেই সমগ্র বিশ্বের মানবজাতির কল্যাণ সম্ভব। বর্তমান সমাজের অবস্থা বিশৃঙ্খল, সমাজের প্রতিটি স্তরে প্রচুর দ্বন্দ্ব রয়েছে, পাপ কী এবং পুণ্য কী? নৈতিক কী এবং অনৈতিক কী? কী গ্রহণযোগ্য এবং কী প্রত্যাখ্যান করা উচিত? সত্য কী এবং কী মিথ্যা? এই ধারণাগুলিতে প্রচুর দ্বন্দ্ব রয়েছে, এর কুফল হল আজ সমাজে অপরাধ, দুর্নীতি, সন্ত্রাসবাদ, বেকারত্বের মতো কুফল ছড়িয়ে পড়ছে, এই সমস্যাগুলি সমাজের সুষম বিকাশকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করছে, পাশাপাশি প্রজন্মের মধ্যে আদর্শিক পার্থক্যের জন্ম দিয়ে, সম্পর্কের বন্ধনের মর্যাদা ভেঙে ফেলছে। যদি আমরা বর্তমান সমাজ এবং সংস্কৃত শিক্ষার মধ্যে আন্তঃসম্পর্কের কথা বলি, তাহলে এটি একটি বিমূর্ত ধারণা। সমাজে এর বিকাশ কেবলমাত্র সংস্কৃত সাহিত্যে বর্ণিত মানবিক মূল্যবোধের বাস্তবায়নের মাধ্যমেই সম্ভব। প্রাচীন ঋষিরা মানবিক মূল্যবোধের আলোয় সমগ্র বিশ্বকে আলোকিত করতে চেয়েছিলেন, তাই তাঁরা মহান ধর্মগ্রন্থ সমূহ রচনা করেছিলেন। মানুষ বিবর্তনশীল প্রাণী এবং মানুষের মধ্যে এই মানবতা পরিবেশগতভাবে চাপিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে প্রতিস্থাপিত

হয়েছে। মানবতার এই অনুভূতি মানুষের মূল্যবোধকে বিকশিত করে এবং মানুষ তার নিজের অন্তরে নিজেকে বিকশিত করে অর্থাৎ মানবিক মূল্যবোধ এবং মানুষের মধ্যে সম্পর্ক 'অবয়ব' এবং 'অবয়বী' সম্পর্কের মতোই। পৃথিবীতে এমন কোন ব্যক্তি নেই যার মধ্যে মূল্যবোধর প্রকাশ নেই। কারণ অজ্ঞতার অন্ধকার যেভাবে জ্ঞান বা বস্তুগত অস্তিত্বকে মিথ্যা হিসেবে প্রতিপন্ন করে ও গ্রহণযোগ্য হিসেবে উপস্থাপন করে এবং জ্ঞানের প্রকাশের মাধ্যমে অজ্ঞতার ধ্বংস সাধন করে, ঠিক একইভাবে মূল্যবোধও প্রকাশিত হয়। মানুষের দ্বারা সংঘটিত ঈর্ষা, স্বার্থপরতা, ধর্মীয় সংস্কার, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট এবং শ্রেণী বা জাতিগত বৈষম্যের উপর ভিত্তি করে সামাজিক সমস্যাগুলিকে এই প্রকাশিত সত্তার পথে বাধা হিসেবে উপস্থিত হয়। বর্তমান সংগ্রামমুখী বৈজ্ঞানিক যুগে মনের নানা উদ্বেগ, উত্তেজনা, ঘৃণা এবং অস্থিরতা প্রকাশিত, মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ই এর কারণ তাই আজ এই মূল্যবোধের প্রয়োজনীয়তা আরও বেশি। নৈতিক মূল্যবোধ সম্পর্কে পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা বলেন যে, বিভিন্ন সামাজিক ব্যবস্থা এবং সভ্যতায় ক্রমাগত পরিবর্তনশীল সমাজের নৈতিক মূল্যবোধের সংরক্ষণই হল সেই অখণ্ড শৃঙ্খল যা প্রাচীন বিশ্বকে আধুনিক বিশ্বের সাথে সংযুক্ত করে। সময়ের সাথে সাথে সমাজে মানবিক মূল্যবোধ এবং বৈষম্যকে সামাজিক অবক্ষয়ের একমাত্র সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এবং এ থেকে মুক্তির পথ খুঁজে বের করার জন্য যুগ যুগ ধরে মানুষ মানবতার মূর্ত প্রতীক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। মানুষ উপলব্ধি করেছে যে মানব জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য হল সামাজিক অবক্ষয়ের মাঝে মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে একটি সুষম পরিবেশ তৈরি করে পরম ব্রহ্মের আলোয় পৃথিবী ও জীবনকে আলোকিত করা। উত্তম ইন্দ্রিয় এবং মন সম্পন্ন ব্যক্তি জীবকুলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রাণী, অপবিত্রতামুক্ত মন হল মানবিক মূল্যবোধের সংগঠন। মানুষের আধ্যাত্মিক সম্পদ এবং সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদ ধীরে ধীরে পরিবেশগত চেতনা দ্বারা সমৃদ্ধ হয়। লাগামহীন লোভ এবং একে অপরের প্রতি শ্রেণীভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গিই মানুষকে মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের দিকে পরিচালিত করে। ঐশ্বরিক দৃষ্টিকোণ থেকে, সকলের মধ্যে ভোগ্যপণ্য ভাগ করে নেওয়া যুক্তিযুক্ত, কারণ প্রয়োজনের থেকে বেশি সম্পদের আকাঙ্ক্ষা বা সম্পদ সঞ্চয় মানব সমাজের জন্য উপকারী নয়। এই পৃথিবীকে সুন্দর এবং সুস্থ করে তুলতে মানুষকে ক্রমাগত কাজ করতে হবে। কর্মময় জীবন মানুষকে সুস্থ ও দীর্ঘজীবী করে তোলে, ফলস্বরূপ পরিবেশ সুন্দর ও উপকারী হয়ে ওঠে এবং মানবিক মূল্যবোধ সংরক্ষিত হয়, তাই 'ঈশোপনিষদ্' গ্রন্থে বলা হয়েছে –

ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনমরং।।[১]
কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম লিপ্যতে নরে॥[২]

'বেদ' হলো ধর্মের ভিত্তি, বেদজ্ঞ ব্যক্তিদের স্মৃতিশক্তি, মহৎ গুণাবলী এবং বিবেকের সন্তুষ্টি ধর্মের উৎস। এটি সকল ধর্মীয় নীতি ও অনুশীলনের ভিত্তি হিসেবে বেদের গুরুত্ব প্রতিষ্ঠা করে। 'পুরুষার্থ-চতুষ্টয়' হলো ধর্ম বা ধার্মিকতা, অর্থ বা সমৃদ্ধি, কাম বা আনন্দ ইচ্ছা এবং মোক্ষ বা মুক্তি। এই 'পুরুষার্থ-চতুষ্টয়' সর্বত্র ধর্মের মূল্যবোধের প্রাধান্যের উপর জোর দেয়, সম্পদের আকাঙ্ক্ষাকে মোটেও প্রত্যাখ্যান করা হয় না, বরং ধর্মের বিপরীত হিসেবে গ্রহণ করা হয়–

বেদোঽখিলো ধর্মমূলং স্মৃতিশীলে চ তদ্বিদাম্ ।
আচারশ্চৈব সাধুনামাত্মনস্তুষ্টিরেব চ।।[৩]

আধুনিক সমাজের দ্বারা নির্দিষ্ট ব্যক্তিগত, আর্থ-সামাজিক মূল্যবোধগুলি বহুকাল পূর্ব থেকেই সংস্কৃত সাহিত্যে সর্বত্র অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই মূল্যবোধগুলি চারটি বেদে প্রবাদের আকারে সংগৃহীত। আমাদের এমন চিন্তাভাবনা গ্রহণ করা উচিত যা অগ্রগতিতে বাধা সৃষ্টি না করে এবং প্রতিদিন দেবতার মতো নিজেদের রক্ষা ও সমৃদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত, যেমন ঋগ্বেদে বলা হয়েছে–

আ নো ভদ্রাঃ ক্রতবো যন্তু বিশ্বতোঽদব্ধাসো অপরীতাস উদ্ভিদঃ।
দেবা নো যথা সদমিদ্ বৃধে অসন্নপ্রায়ুবো রক্ষিতারো দিবে দিবে।।[৪]

মহান বা উন্নত চিন্তাধারা যেখানে বা যাদের দ্বারাই বলা হোক না কেন তা সর্বদা গ্রহণযোগ্য এবং মানুষের আন্তরিকতার সাথে তা গ্রহণ করা উচিত। এই গ্রহণযোগ্যতা পুরানো ধারণার পাশাপাশি নতুন ধারণার ক্ষেত্রেও হতে পারে। "ব্রাহ্মণঃ

কোশয়সী মেধয়া পিহিতঃ । শ্রুতম্ মে গোপায়"[৫]– এটি এমন একটি প্রার্থনা যেখানে কেউ ঈশ্বরের কাছে জ্ঞান ধারণ এবং সংরক্ষণের জন্য আশীর্বাদ প্রার্থনা করে। এটি জ্ঞান এবং জ্ঞান সংরক্ষণের জন্য একটি বৈদিক প্রার্থনা, এবং প্রায়শই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নীতিবাক্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এটি কেবল পালন করা উচিত নয়, বরং অধ্যয়ন এবং প্রচারের মাধ্যমে সেই জ্ঞানকে আরও উন্নত করা উচিত। বন্ধুত্বের বন্ধন সামাজিক মূল্যবোধকে শক্তিশালী করে, যেমনটি আমরা 'ঋগ্বেদে' উল্লেখ পাই- 'ন সঃ সখা যো ন দদাতি সখ্যে'।[৬] দান করা, গ্রহণ করা, গোপনীয়তা প্রকাশ করা, শোনা, খাওয়া এবংখাওয়ানো- এই ছয়টি হল বন্ধুত্বের লক্ষণ

দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি গৃহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি।
ভুঙ্ক্তে ভোজয়তে চৈব ষড়্বিধম্ প্রীতিলক্ষণম্।।[৭]

এটি সুমনের পূর্ণ সহাবস্থানের বার্তা বহন করে, সামাজিক জীবনে সর্বদা একে অপরকে সহযোগিতা করা যা আজ অত্যন্ত প্রয়োজন কারণ বর্তমান জীবন প্রায়শই সংঘর্ষ, ঘৃণা ইত্যাদি দ্বারা জর্জরিত অর্থাৎ সম্প্রীতি, শান্তি এবং প্রেমের মতো মূল্যবোধের অভাব রয়েছে। বেদে তাদের গুরুত্ব সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, বলা হয়েছে যে আমাদের সকলের উচিত সর্বদা সকলের কল্যাণের জন্য এক মন এবং এক উদ্দেশ্য নিয়ে একসাথে কাজ করা। আমরা সর্বদা সকলের মুখ থেকে সুসংবাদ শুনতে চাই, আমরা সকলের মঙ্গল দেখতে চাই, আমরা কারও ক্ষতির কথা ভাবি না। যজুর্বেদে উল্লেখ করা হয়েছে যে

ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃনুয়াম দেবাঃ।
ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ।।[৮]

সকলেই সুখী হোক, সকলেই রোগমুক্ত হোক, সকলেই অপরের মঙ্গল কামনা করুক এবং কেউ যেন দুঃখ ভোগ না করুক। এটি শান্তি এবং সর্বজনীন মঙ্গল কামনা করে, একই ধারণা 'বৃহদারণ্যকোপনিষদে' পাওয়া যায়- "ওঁ সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ। সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ।সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু। মা কশ্চিদ্ দুঃখভাগ্ ভবেৎ॥" আমাদের সকলের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব থাকা উচিত–

মিত্রস্যাহং চক্ষুষা সর্বাণি ভূতানি সমিক্ষে।
মিত্রস্য চক্ষুষা সমিক্ষামহে।।[৯]

বেদের অনেক শ্লোক আমাদের একে অপরের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির জন্য প্রার্থনা করতে শেখায়, যা সমস্ত জীবের প্রতি সদিচ্ছা এবং করুণা সৃষ্টি করে। যে মন মানুষের বন্ধন এবং মুক্তির কারণ সেই মন আবার ঘৃণা এবং দ্বন্দ্বের মতো আবেগের মূল উৎস। আমাদের এমনভাবে চিন্তা করা উচিত যাতে মনের মধ্যে সর্বদা শুভ চিন্তাভাবনা আসে। "তন্মে মনঃ শিবসংকল্পমস্তু"[১০]– এটি 'যজুর্বেদে'র অন্তর্গত 'শিবসংকল্পসূক্তে'র অংশ যা মনকে নিয়ন্ত্রণ করার এবং ভালো চিন্তার দিকে পরিচালিত করার জন্য প্রার্থনা করে। এই মন্ত্রটি মনের শক্তিগুলি বোঝার এবং সেগুলিকে সঠিক দিকে পরিচালিত করার উপর জোর দেয়। কঠোর পরিশ্রম এবং দক্ষতার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করা উচিত, তবে তা অন্যের কল্যাণ এবং সমাজের উন্নয়নের জন্য ব্যবহার করা উচিত, যা জীবনে অগ্রগতি এবং সমৃদ্ধি আনবে।

দশতহস্তঃ সমাহারঃ সহস্রহস্তঃ সংকিরহঃ।
কৃতস্য কার্যস্য চ ইহ স্ফাতিং সমাবহঃ।।[১১]

ধর্মীয় পথের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ উপভোগ করা উচিত এবং লক্ষ্মীকে সম্মান করা উচিত, বৈদিক ঋষিরা প্রার্থনা করেন যে পাপের মাধ্যমে অর্জিত সমস্ত সম্পদ অবিলম্বে ধ্বংস করা উচিত- "রমন্তাং পূণ্যা লক্ষ্মীহ্যাঃ পাপীষ্টাঅনীনশম্।"[১২] 'বেদে' অনেক উক্তি আছে যা শান্তির মূল উৎস, সকল মানুষের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হোক এমন কামনা, যা বেদ ও উপনিষদে সর্বত্র ঘোষিত হয়েছে, তিন ধরণের শান্তি রয়েছে- আধিভৌতিক, আধিদৈবিক এবং আধ্যাত্মিক। মানব জীবনের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত মানবিক মূল্যবোধের অনুশীলনের মাধ্যমে পরম দেবত্বের পথে পৌঁছানো। বিভিন্ন ধর্ম, দর্শন এবং ঐতিহ্য সত্যে পৌঁছানোর জন্য বিভিন্ন পথ নিতে পারে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা সকলেই একই মৌলিক বৈদিক সত্যের দিকে পরিচালিত করে। প্রাচীন বৈদিক মন্ত্র সর্বজনীন আধ্যাত্মিক ঐক্যের চাবিকাঠি। বিভিন্ন সংস্কৃতি এবং বিশ্বাসে ঈশ্বরকে অনেক নামে এবং রূপে ডাকা যেতে পারে, কিন্তু তাদের সকলের পিছনে রয়েছে একমাত্র পরম সত্য। সভ্যতার শুরুতে, যখন মানুষ দলবদ্ধভাবে বাস করত, তখন তাদের উদ্দেশ্য ছিল এক, হৃদয় ও মনের দিক থেকে তারা একত্রে বসবাস করত–

সমানী ব আকুতিঃ সমানা হৃদায়ানি বঃ।
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি॥[১৩]

সংস্কৃত এবং বিশ্বসংস্কৃতি সমাজের দুটি দিক যা আলাদা করা যায় না কারণ সংস্কৃত নিজেই সংস্কৃতির আধার। সংস্কৃতি সৃষ্টিতে যে ভাষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে তা সেই সংস্কৃতির সাথে একটি ব্যাপক সম্পর্ক তৈরি করে। বর্তমান সময়ে ভারতের সনাতন সংস্কৃতির দিক ও অবস্থা এবং এর দ্বারা অনুপ্রাণিত শিক্ষাব্যবস্থা বোঝার পর এটি বিবেচনা করা মূল্যবান হয়ে ওঠে যে বর্তমান সমাজে সংস্কৃত শিক্ষার উপযোগিতা প্রদর্শনের জন্য সমাজের সামনে সংস্কৃতের বিভিন্ন দিকের একটি সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা উচিত যা পাঠকের মনে সংস্কৃতের গুরুত্ব সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত তথ্য প্রদান করার মাধ্যমে তাকে সংস্কৃত অধ্যয়নের দিকে অনুপ্রাণিত করবে। সমাজে সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশ কেবলমাত্র সংস্কৃত সাহিত্যে বর্ণিত মানবিক মূল্যবোধের বাস্তবায়নের মাধ্যমেই সম্ভব–

সা প্রথমা সংস্কৃতির্বিশ্ববারা স প্রথমো বরুণো মিত্রোऽঅগ্নিঃ।[১৪]

ভারতীয় প্রেক্ষাপটে, সংস্কৃতির প্রাণ কেবল সংস্কৃত, এই উক্তিটিই এর খ্যাতির প্রমাণ দেয়–

ভারতস্য প্রতিষ্ঠে দ্বে সংস্কৃতং সংস্কৃতিস্তথা।
বিহায় সংস্কৃতং নাস্তি সংস্কৃতিস্সংস্কৃতাশ্রিতা।।[১৫]

প্রাচীনকাল থেকেই সমাজ গঠনে সংস্কৃত ভাষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। সংস্কৃত ভাষার লিখিত প্রমাণ পাওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত প্রতিটি মানুষের মধ্যে কোনও না কোনও রূপে সংস্কৃতের অনুভূতি বিদ্যমান। এর অক্ষত অস্তিত্ব ভারতে আঘাত হানা ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ধাক্কার বিরুদ্ধে ঢাল হিসেবে কাজ করেছে। এখন বর্তমান সমাজ একটি নতুন মাত্রার দিকে এগিয়ে চলেছে, তাই এখন সমাজের সামনে নতুন চ্যালেঞ্জ এবং নতুন লক্ষ্য রয়েছে। আসলে, উদ্দেশ্যগুলিতে নতুনত্ব বস্তুবাদের কারণে, মানুষের অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য, উদ্দেশ্যগুলির আবেগগত প্রকৃতি এখনও স্বাভাবিকভাবেই যেমন থাকা উচিত তেমনই রয়েছে। বর্তমানে, প্রযুক্তি উন্নয়নের অনুঘটক হিসেবে একটি নতুন মাত্রা প্রতিষ্ঠা করছে, যার ফলে প্রতিদিন কিছু না কিছু প্রযুক্তি সমাজকে একটি নতুন উদ্দেশ্যে অভিযোজিত করছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মতো আধুনিক প্রযুক্তি সমাজের অবস্থাকে রূপ দিচ্ছে। ভবিষ্যতে মানব সভ্যতার জন্য এই ধরনের প্রযুক্তির অন্ধ ব্যবহার চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। এই প্রক্ষেপিত ধারণার চূড়ান্ত পরিণতি সঠিক সময়ে সঠিক জ্ঞানের সাথে যদি নির্ধারণ না করা হয়, তাহলে এর সবচেয়ে নেতিবাচক প্রভাব দেখা যাবে ব্যক্তিগত সৃজনশীলতায়। সংস্কৃতশিক্ষা সৃজনশীলতার এই অভাব দূর করতে এবং এই প্রযুক্তিকে আরও কার্যকর করে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। সংস্কৃত ভাষা কেবল ধর্মীয়, সাহিত্যিক এবং সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকেই নয়, বরং বৌদ্ধিক দৃষ্টিকোণ থেকেও গভীর উপাদানের ভান্ডার। 'বেদে' পাওয়া মানব উৎকর্ষের গভীর ধারণাগুলি জীবনের রহস্যের এক অমূল্য সম্পদ, যা কেবল জীবনযাপনের শিল্পই নয়, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের নতুন দ্বারও উন্মোচন করে। ছয়টি ভারতীয় দর্শন হল উৎকৃষ্ট মানবিক মূল্যবোধের মূল বৌদ্ধিক ঐতিহ্যের ভিত্তি। ন্যায়দর্শন, বৈশেষিকদর্শন, সাংখ্যদর্শন এবং বেদান্তের দর্শনের অভিজ্ঞতামূলক বিশ্লেষণ অতুলনীয় বৌদ্ধিক সম্পদের উৎস, যা উপাদানগুলির অনস্বীকার্য জ্ঞান প্রদান করে এবং প্রচলিত রক্ষণশীল মতাদর্শকে খণ্ডন করে। যোগ মনকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে এবং একাগ্রতা উন্নত করে, বৌদ্ধিক সাধনায় নিযুক্তদের জন্য একটি আদর্শ পরিবেশ প্রদান করে। সংস্কৃত ভাষা মানবজাতির স্বাস্থ্যের উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। যোগ, ধ্যানের মতো সংস্কৃত কৌশলগুলি কেবল একজন ব্যক্তিকে জীবনযাপনের শিল্প শেখায় না বরং ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ বিকাশকে অগ্রাধিকার দেয় এবং মানসিক শান্তি ও ভারসাম্য প্রদান করে যা মানব স্বাস্থ্যের জন্য একটি ইতিবাচক দিক হিসেবে কাজ করে। 'আয়ুর্বেদ' সংস্কৃত ভাষার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। চরকের 'চরকসংহিতা', সুশ্রুতের 'সুশ্রুতসংহিতা', বাগ্ভটের 'অষ্টাঙ্গহৃদয়ম্' ইত্যাদি প্রাচীন চিকিৎসা ব্যবস্থার মৌলিক গ্রন্থগুলির জ্ঞান সংস্কৃত ভাষার প্রাথমিক শিক্ষা ছাড়া অর্জন করা সম্ভব নয়। বর্তমান সমাজ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে রাজনৈতিক অস্থিরতার শিকার হয়ে উঠছে, অভ্যন্তরীণ অস্থিরতা এবং রাজনৈতিক অস্থিরতার মতো ধ্বংসাত্মক অনুভূতির জন্ম হচ্ছে, নেতারা দুর্নীতিগ্রস্ত এবং জনগণ দুর্দশাগ্রস্ত। আসলে, এর আসল কারণ কী? অদক্ষ রাজনৈতিক ধারণা, দ্বিচারিতা এবং জনগণের মধ্যে অসন্তোষের অনুভূতি। সংস্কৃত শিক্ষা ব্যক্তির মধ্যে রাজনৈতিক গুণাবলীর বিকাশ ঘটায়। কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র', 'যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি', 'মনুস্মৃতি'র মতো নীতিশাস্ত্রগুলো ব্যক্তিকে শাসনব্যবস্থার জ্ঞান প্রদানের মাধ্যমে জনগণকে আদর্শ নাগরিক হতে শেখায়। বর্তমান যুগ বিশ্বায়নের যুগ, যেখানে একটি দেশের ব্যক্তিগত অর্থনীতির ভিত্তি হলো

বিশ্ববাজারে প্রবেশাধিকার এবং বিশ্ব বাণিজ্যে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, এক দেশের সাথে অন্য দেশের মানসিক বন্ধন জোরদার করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়ত। বর্তমান সমাজ আত্মকেন্দ্রিক বা একাকী সমাজের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। প্রায়শই দেখা যায় যে আজকাল মানুষের সম্পর্কের মধ্যে সেই মধুরতার অভাব রয়েছে যা একজনের সাথে অন্যজনের মানসিক সমন্বয় সাধন করতে পারে, সম্পর্কের মর্যাদাকে সম্মান করে এবং সম্প্রদায়ের অনুভূতিকে শক্তিশালী করে। আজ, ব্যক্তির ধারণা পরিবর্তিত হচ্ছে, তাদের মধ্যে সহানুভূতি দুর্বল হওয়ার কারণে, মানসিক স্থিতিশীলতার অভাব অনুভূত হচ্ছে। ফলস্বরূপ, উদ্বেগ, চাপ এবং আত্মহত্যার মতো মনোভাব অপ্রত্যাশিতভাবে ছড়িয়ে পড়ছে। এর মূল কারণ হল ব্যক্তির পরিবর্তিত ধারণা এবং জীবনধারা। আজ, আচরণ এবং চিন্তাভাবনার ধরণ পরিবর্তিত হয়েছে। সঠিক শিক্ষাগত এবং সামাজিক নির্দেশনার অভাবে ব্যক্তির একাকীত্ব মারাত্মক শত্রু হয়ে উঠছে। অতএব, সংস্কৃত ভাষায় শিক্ষা কেবল ব্যক্তির সামাজিকীকরণের প্রক্রিয়াটিকে সঠিকভাবে লালন করে না বরং একাকীত্বকে সমষ্টিগত অনুভূতিতে রূপান্তরিত করার জন্য অপরিসীম ক্ষমতা প্রদান করে–

অয়ং বন্ধুরয়ং নেতি গণনা লঘুচেতসাম্।
উদারচরিতানাং তু বসুধৈভ কুটুম্বকম্।।[১৬]
ভাবাভাববিনির্মুক্তং জরামরণবর্জিতম্।
প্রশান্তকলনারম্ভং নীরাগং পদমাশ্রয়।।[১৭]

অতএব বিশ্বায়নের এই যুগে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি অস্থিরতার এমন পরিস্থিতিতে 'বসুধৈভ কুটুম্বকম্'– এমন চেতনা সম্পর্কে গভীর জ্ঞান থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একথা সত্য যে সংস্কৃত ছাড়া ভারতের চিরন্তন সাংস্কৃতিক ধারণা অসম্ভব–

রক্ষিতুং ন চ শক্যন্তে বিনা সংস্কৃতশিক্ষণম্।
সভ্যতাসংস্কৃতির্লোকে ভারতস্য চ শেবধিঃ।।[১৮]

সুতরাং, এটা বলা যেতে পারে যে বর্তমান সমাজে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা অত্যন্ত অপরিহার্য প্রয়োজন কারণ সংস্কৃত শিক্ষা কেবল আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, প্রযুক্তি ও বিশ্বায়নের এই যুগে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এ.আই.) এবং কৃত্রিম ভাষার বিকাশে বিজ্ঞানীদের দ্বারাও এর কার্যকারিতা প্রমাণিত হয়েছে। এছাড়াও, ভাষাগত দক্ষতা, স্বাস্থ্য দক্ষতা, বৌদ্ধিক সম্পদ, রাজনৈতিক দক্ষতা, সৃজনশীলতা ইত্যাদির মাধ্যমে একটি প্রগতিশীল সমাজ তৈরি করে, এমন সংস্কৃত ভাষা বর্তমান সমাজে বিদ্যমান সম্পর্কের তিক্ততা এবং প্রজন্মগত আদর্শিক দ্বন্দ্বের দ্বন্দ্ব দূর করতে সক্ষম। এই কারণেই জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০– তে সংস্কৃত ভাষার একটি বিশেষ স্থান রয়েছে। বৈজ্ঞানিক চেতনায়, মানুষ পৃথিবীর প্রাণীদের মধ্যে সেরা, তাই এই প্রাণীদের কাছ থেকে শ্রেষ্ঠত্ব আশা করা যায়। আজ একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে মানুষ নিজেকে একজন প্রগতিশীল, সুবিবেচক, চিন্তাশীল ব্যক্তি হিসেবে মনে করে, যারা বিশ্বকে শান্তিশৃঙ্খলে রূপান্তরিত করতে পারে কিন্তু সভ্যতার রঙে নিজেকে রাঙিয়ে তুললেও আসল রঙ ম্লান হয়ে গেছে, পরিবেশ দূষিত হয়েছে, যা মূল্যহীনতার দূষণ, মানবিক মূল্যবোধের দূষণ। যা থেকে মুক্তির পথ খুঁজে বের করতে হবে। মানবিক মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে জীবনধারা, ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ এবং জাতিকে সুস্থ, শান্তিপূর্ণ, উজ্জ্বল এবং দুর্নীতিমুক্ত করতে হবে। মানবিক মূল্যবোধ ছাড়া, সর্বজনীন ভ্রাতৃত্ব, মানবতাবাদ, সাম্য, মানবাধিকার, প্রেম, ত্যাগ, বিশ্ব শান্তি, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং বন্ধুত্ব অকল্পনীয়। আজ মানবতা বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনায় আতঙ্কিত। কেবলমাত্র মানবিক মূল্যবোধের চর্চাই মানবতাকে এই ভয়াবহতা থেকে রক্ষা করতে পারে, যা সংস্কৃতজাত ভারতীয় সংস্কৃতির মূল।

তথ্যসূত্র:

১. ঈশোপনিষদ্, মন্ত্র-১।
২. ঈশোপনিষদ্, মন্ত্র-২।
৩. মনুস্মৃতি, ২.৬।
৪. ঋগ্বেদ, ১.৮৯.১।
৫. তৈত্তিরিয়োপনিষদ্, শিক্ষাবল্লী, মন্ত্র-১।
৬. ঋগ্বেদ, ১০.১১৭.৪।

৭. পঞ্চতন্ত্রম্, ২.৫১।
৮. যজুর্বেদ, ২৫.২১।
৯. যজুর্বেদ, ৩৬.১৮।
১০. যজুর্বেদ,শিবশংকল্পসূক্ত।
১১. অথর্ববেদ, ৩.২৪.৫।
১২. অথর্ববেদ, ৭.১১৫.৪।
১৩. ঋগ্বেদ, ১০.১৯১.৪।
১৪. যজুর্বেদ, ৭.১৪।
১৫. সংস্কৃত সাহিত্যে।
১৬. মহোপনিষত্, ৬.৭১।
১৭. মহোপনিষত্, ৬. ৭২।
১৮. ড. হরিনারায়ণ দীক্ষিত, ভারতমাতা ব্রতে, ৯.৮৪।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:

১. সেন, অতুলচন্দ্র এবং তত্ত্বভূষণ, সীতানাথ এবং ঘোষ, মহেষচন্দ্র। উপনিষদ্ অখণ্ড সংস্করণ। হরফ প্রকাশনী, কলকাতা-০৭, ১৯৭২।
২. গম্ভীরানন্দ, স্বামী। উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী। উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০১৩।
৩. বসু, যোগিরাজ। বেদের পরিচয়। ফার্মা কে এল্ এম্ প্রা. লি., কলকাতা, ২০১৫।
৪. ঋগ্বেদ সংহিতা (দ্বিতীয় খণ্ড)। হারফ প্রকাশন। কলকাতা-০৭।
৫. গোস্বামী, বিজনবিহারী। অথর্ববেদ। হরফ প্রকাশনী, কলকাতা-০৭, ১৯৭৮।
৬. ভট্টাচার্য, সুকুমারী। ইতিহাসের আলোকে বৈদিক সাহিত্য। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ১৯৯১।
৭. বন্দোপাধ্যায়, মানবেন্দু। মনুসংহিতা। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ২০১২।
৮. দীক্ষিত, ড. হরিনারায়ণ। ভারতমাতা ব্রতে। ইস্টার্ন বুক লিংকার্স, নিউ চন্দ্রাবল জওহর নগর, দিল্লি, প্রথম সংস্করণ, ২০০৩।
৯. বেদ.কম্। https://share.google/0HY0mMJMsHl63JODO
১০. হট্টঙ্গডি, সুন্দের, মহোপনিষত্। https://sanskritdocuments.org/doc_upanishhat/maha.pdf